গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর-৪৮.০০.০০০০.০০১.৯৯.০০৩.১৮- ১১৮

তারিখ ২৪ মাঘ ১৪২৪ / ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিষয় : ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবাদান সংক্রান্ত স্কিমের আওতায় চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত রোগী চিহ্নিতকরণের জন্য কমিটি গঠন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৬-১১-২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত (সংযুক্তি-১) মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবাদান স্কিমের আওতায় ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর নির্ধারিত হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান কল্পে অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে (পেপার কাটিং এর কপি সংযুক্ত)। এই চিকিৎসা ও সেবাদান স্কিম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশ হতে ভারতের নির্দিষ্ট হাসপাতালে পৌঁছানোর পথ খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। ভারতের মধ্যে এক হাসপাতাল হতে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলে তার খরচ ভারত সরকার বহন করবে।

০২। উক্ত সভার ৮ এর 'ক' নম্বর সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি জেলা থেকে ০২(দুই) জন করে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা রোগী বাছাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত জেলা কমিটি গঠন করা হলোঃ

১. সিভিল সার্জন	: সভাপতি
২. জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	: সদস্য
৩. মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (প্রশাসক, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ০১ জন)	: সদস্য
৪. রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার (আর. এম ও)	: সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১) কমিটি আগামী ২৫-০২-২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতি জেলা থেকে ০২ (দুই) জন করে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা রোগী যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা রোগী চূড়ান্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটি, মুক্তিযুদ্ধ বিয়য়ক মন্ত্রণালয় (৭ম তলা), পরিবহনপুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন;

২)টিবি, মানসিক বিকারগ্রস্ত, এইডস এবং অন্যান্য ক্রনিক জাতীয় রোগ যা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এ ধরনের চিকিৎসা উক্ত কর্মসূচির আওতা বহির্ভুত থাকবে; একইভাবে কনভালসেন্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তা এ স্কিমের আওতায় থাকবে না;

৪) চিকিৎসা সেবা শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য এবং তা পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে না;

৫) হাই-কমিশন ইন্ডিয়া এর প্রেরিত পত্রের আলোকে (সংযুক্তি-৩) কমিটি রোগীর তালিকা প্রণয়নসহ অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। যা এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৬) প্রতি মুক্তিযোদ্ধা রোগীর কেইস হিস্ট্রি প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করতে হবে।

০৬.০২.১৮

(মোঃ জহুরুল হক)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
ফোনঃ ৯৫৬৬৬৪২
dsadmin1@molwa.gov.bd

সিভিল সার্জন ..... (সকল জেলা)।

চলমান পাতা-০২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :-

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-**সকল জেলার সিভিল সার্জনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ।**
০৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, মতিঝিল, ঢাকা।
০৭। যুগ্মসচিব (আইসিটি), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা-**মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।**
০৯। জেলা প্রশাসক ..... (সকল জেলা)-**বর্ণিত কমিটিতে উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ।**
১০। রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার (আর. এম ও),..... (সকল)।
১১। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা-**সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।**
১২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

০৯.০২.১৮

(মোঃ জহরুল হক)
উপসচিব (প্রশাসন-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
(প্রশাসন-১)
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ ভারত সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	: জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	: ২৬-১১-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়	: সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	: এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নম্বর-৬০৫), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)।

মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার শুরুতেই তিনি বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। ১৯৭১ সালে এদেশের লক্ষ লক্ষ শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল । বাংলাদেশের স্বাধীনতার পিছনে ভারতের রয়েছে বিশাল অবদান। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, অর্থ এবং নৈতিক সমর্থন দিয়েছে। ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে ভারত সরকারের এ উদ্যোগ দু'দেশের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে।

০২। এ পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. অপরূপ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় হাই কমিশনের সাথে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। গত এপ্রিল ২০১৭ তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও পোষ্যদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, ১০০ মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সেবাদান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী ভিসা প্রদান স্কিমের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। তিনি আরও জানান, ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদি ভিসা প্রদান স্কিম ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ১,২০০ এর অধিক মুক্তিযোদ্ধাকে ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী ভিসা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় হাই কমিশন শিক্ষা বৃত্তি প্রদান এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছে। সে বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সচিব মহোদয় গত ১৪/১১/২০১৭ তারিখে ভারতীয় হাই কমিশনের ডিফেন্স উইং কর্তৃক প্রদত্ত পত্রটি পড়ে শুনানোর জন্য উপসচিব (প্রশাসন)কে অনুরোধ করেন। উপসচিব (প্রশাসন), মোঃ জহুরুল হক ভারতীয় হাই কমিশনের পত্রটি সভায় উপস্থাপন করেন।

০৩। ১০০ মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সেবাদান স্কিম সম্পর্কে বর্ণিত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে,

(ক) প্রকল্পটি শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এবং তা পরিবারের সদস্যদের জন্য বর্ধিত হবে না।

(খ) মুক্তিযোদ্ধাগণ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর নির্ধারিত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবে। ভারত সরকার প্রতি রোগীর চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) রুপি চিকিৎসা খরচ বহন করবে।

(গ) বাংলাদেশ হতে ভারতের নিদিষ্ট হাসপাতালে পৌছানোর পথ খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। তবে, ভারতের মধ্যে এক হাসপাতাল হতে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলে তার খরচ ভারত সরকার বহন করবে।

(ঘ) টিবি, মানসিক বিকারগ্রস্থ, এইডস এবং অন্যান্য ক্রনিক জাতীয় রোগ যা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এ ধরনের চিকিৎসা উক্ত কর্মসূচির আওতাবর্হিভূত থাকবে। একইভাবে কনভালসেন্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তা এ স্কিমের আওতায় থাকবে না।

০৪। উপসচিব (প্রশাসন) আরও বলেন, এ স্কিম বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় হাই কমিশনের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রমের সুপারিশ করা হয়েছেঃ

(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় চিকিৎসার নিমিত্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা রোগীর তালিকাসহ চিকিৎসার জন্য সুপারিশ এবং রোগীর নাম ও কেস হিষ্ট্রি ভারতীয় হাই কমিশনে প্রেরণ করতে পারে। হাই কমিশন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হাসপাতালে প্রেরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।

(খ) হাসপাতাল নির্দিষ্ট হওয়ার পর হাই কমিশন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট হাসপাতালে রোগী প্রেরণের ব্যবস্থা নিবে। রোগী ভারতে পৌঁছানোর পর হাসপাতালে পৌঁছানোর বিষয়টি ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন অথবা উহার কনস্যুলেট সমন্বয় করতে পারে।

(গ) মুক্তিযোদ্ধা রোগী অথবা গ্রুপের সাথে এ্যাটেন্ডডেন্ট প্রেরণের বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয় করতে পারে।

০৫। মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম সম্পর্কে বর্ণিত পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান যে, মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম ২০০৬-২০০৭ সালে শুরু হয়েছে। এই স্কিমের অধীন, আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য প্রতি বৎসর ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য প্রতি বৎসর =১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। স্কিমের শুরু থেকে ১০,৩৩৬টি স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৫ কোটির বেশী টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বৎসরে ৪০০ ছাত্রকে (৩য় এবং ৪র্থ বর্ষের ২০০ জন হিসেবে) স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

০৬। মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম বর্ধিতকরণ সম্পর্কিত বিষয়ে বর্ণিত পত্রের উল্লেখ করে উপসচিব (প্রশাসন-১) আরও জানান যে, এ স্কিমের অধীন ১০,০০০ ছাত্রকে পরবর্তী ০৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য স্কলারশিপ দেয়া হবে। এ বৎসরে ০৭(সাত) কোটি টাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১,০০০ ছাত্র এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ের ১০০০ ছাত্রকে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। স্কলারশিপের পরিমাণ হবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

বর্ণিত ০২টি স্কিম ব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সংস্থা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড এর প্রতিনিধিদের যুক্ত করে যৌথ সভার মাধ্যমে কার্য্য পদ্ধতি প্রস্তুতের জন্য এ পত্রে সুপারিশ করা হয়।

০৭। সভায় এ মর্মে আলোচনা হয় যে, জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করে কমিটি'র মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা রোগী'র তালিকা প্রস্তুত করা হলে রোগী বাছাই সহজ এবং সঠিক হবে। এ জন্য জেলা পর্যায় থেকে ০২ জন করে রোগীর তালিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। জেলা পর্যায়ের তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত অপর কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক ভারতীয় হাই কমিশনে প্রেরণ করা যেতে পারে। এতে স্বল্প ব্যয়ে ঢাকায় না এসেই জেলা পর্যায় থেকে রোগী চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

আলোচনায় একাধিক বক্তা জানান যে, স্কলারশিপের জন্য ছাত্র বাছাই করতে কেন্দ্রীয় একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। Webside এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আগ্রহী প্রার্থীগণ নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান করা যেতে পারে। যার ভিত্তিতে কমিটি যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে।

এছাড়া, বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। রোগী পৌঁছানোর ব্যয় এবং পেশাদার এটেনডেন্ট প্রদানের বিষয়টি যথাক্রমে অর্থ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন আছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত রোগী চিহ্নিতকরণের বিষয়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/চিকিৎসককে নির্দেশনা প্রদান।

০৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) প্রতি জেলা থেকে ০২(দুই) জন করে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা রোগী বাছাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত জেলা কমিটি গঠণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. সিভিল সার্জন	:	আহবায়ক
২. জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	:	সদস্য
৩. মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (প্রশাসক/জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত	:	সদস্য
৪. রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার (আর. এম ও)	:	সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১) কমিটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দিবেন।

২) মুক্তিযোদ্ধা রোগীর তালিকাভূক্তির জন্য মন্ত্রণালয় বহুল প্রচারিত ০২টি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় এবং Webside-এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩) হাই-কমিশন ইন্ডিয়া এর প্রেরিত পত্রের আলোকে কমিটি রোগীর তালিকা প্রণয়নসহ অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। যা এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(খ) মুক্তিযোদ্ধা রোগী চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করার জন্য নিম্নোক্তভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	: সভাপতি
২. প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	: সদস্য
৩. প্রতিনিধি, জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট	: সদস্য
৪. প্রতিনিধি, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডনী ডিডিজেস এন্ড ইউরোলজী	: সদস্য
৫. প্রতিনিধি, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট	: সদস্য
৬. মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, প্রশাসক,কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত	: সদস্য
৭. পরিচালক (কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	: সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১) জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত মুক্তিযোদ্ধা রোগীদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করবেন।

০৯। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের স্কলারশিপ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	:	আহবায়ক
২. সচিব, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	:	সদস্য
৩. প্রতিনিধি, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	:	সদস্য
৪. উপসচিব (প্রশিক্ষণ)	:	সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক) কমিটি ০২টি বাংলা দৈনিক বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত আহবান করবে।

খ) দরখাস্ত পাওয়ার পর কমিটি স্কলারশিপের জন্য যোগ্য প্রার্থী যাচাই করে সচিব বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন যা মাননীয় মন্ত্রী পর্যায়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

গ) প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান পাওয়া না গেলে পোষ্য নির্বাচন করতে হবে।

১০। সামগ্রিক বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই-কমিশনকে বর্ণিত বিষয়ে সহযোগীতা প্রদানের অনুমতি প্রদানের অনুরোধ জানান হয়।

১১। এছাড়া, পেশাদার এটেনডেন্ট প্রেরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাথে সাথে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা/চিকিৎসকগণ'কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য বিভাগকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২। ভারতে রোগী পৌছানো এবং সেখান থেকে বাংলাদেশে ফেরৎ আনা বাবদ ব্যয় নিরূপনপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ এবং ব্যয় বরাদ্দ প্রদানে অর্থ বিভাগকে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

১২/১২/২০১৭

(জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি)

মাননীয় মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর-৪৮.০০.০০০০.০০১.৯৯.০০৯.১৭- ১০৪৭

তারিখ ০৪ পৌষ ১৪২৪ / ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

০১। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
০৪। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬। উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
০৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ।
০৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১০। প্রশাসক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ৩৯৩, মগবাজার, ঢাকা
১১। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
১২। পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, কলেজ গেইট, ঢাকা।
১৩। পরিচালক, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১৫। পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, শেরে বাংলা নগর, কলেজ গেইট, ঢাকা
১৬। উপসচিব (প্রশাসন-১, ২, উন্নয়ন, বাজেট, হিসাব, গেজেট, আইন, প্রশিক্ষণ, ইতিহাস সংরক্ষণ গবেষনা ও প্রকাশনা, উপ-প্রধান), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৭। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১/সনদ/প্রত্যয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৯। সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা/ সহকারী সচিব (উন্নয়ন, গেজেট, নীরিক্ষা, প্রত্যয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২২। যুগ্মসচিব (সনদ, প্রত্যয়ন ও গেজেট/আইসিটি/উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৪/১২/১৭

(মোঃ জহরুল হক)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
টেলিফোনঃ ৯৫৬৬৬৪২
dsadmin1@molwa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
www.molwa.gov.bd

চিকিৎসা সেবা দান স্কিমের আওতায় ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতে চিকিৎসা সেবাদানের বিজ্ঞপ্তি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবাদান স্কিমের আওতায় ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর নির্ধারিত হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান কল্পে অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। এই চিকিৎসা ও সেবাদান স্কিম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশ হতে ভারতের নির্দিষ্ট হাসপাতালে পৌছানোর পথ খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। ভারতের মধ্যে এক হাসপাতাল হতে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলে তার খরচ ভারত সরকার বহন করবে। তবে টিবি, মানসিক বিকারগ্রস্ত, এইডস এবং অন্যান্য ক্রনিক জাতীয় রোগ যা দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এ ধরনের চিকিৎসা উক্ত কর্মসূচির আওতা বহির্ভূত থাকবে। একইভাবে <u>কনভালসেন্ট</u> চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তা এ স্কিমের আওতায় থাকবে না। চিকিৎসা সেবা শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য এবং তা পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। (১) আবেদন ফরম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট (www.molwa.gov.bd) থেকে সংগ্রহ করা যাবে। (২) আবেদন পৌছানোর শেষ তারিখ ১৫-০২-২০১৮। (৩) সিভিল সার্জন বরাবর আবেদন ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। খামের উপরে "ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবাদান স্কিমের আওতায় আবেদন" লিখতে হবে। (৪) বিলম্বে প্রাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। (৫) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

শিবপদ মণ্ডল
উপ সচিব (প্রশিক্ষণ)
ফোন : ০২-৯৫৮৮৪৪২

এসসি-১২৯/১৮ (৪"x৩)

709

Tel : 0088-02-55067301-08
: 0088-02-55067320
Fax : 0088-02-55067323
E-mail : dw.dhaka@mea.gov.in

सत्यमेव जयते

Defence Wing
High Commission of India
Park Road, Baridhara
Dhaka-1212, Bangladesh

DAC/DW/A/58/MJ/Med (PC) 14 November 2017

Mr. Aparup Chowdhury
Secretary,
Ministry of Liberation War Affairs,
Government of the
Peoples Republic of Bangladesh
Secretariat Link Road
Dhaka-1000

ADMINISTRING WELFARE SCHEMES FOR MUKTIJODHAS

1. The High Commission of India, presents its compliments to the Ministry of Liberation War Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh and has the honour to inform that during the visit of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh to India in April 2017, three schemes for the welfare of Muktijodhas were announced by Indian Prime Minister. The schemes were **extension of Muktijodha Scholarship scheme; medical treatment to 100 Muktijodhas per year and; 5 year visa for Muktijodhas.**

2. Amongst these schemes the proposal for 5 year visas for Muktijodhas has already been implemented and more than 1200 Muktijodhas have been given five year multiple entry visas.

Medical Treatment of 100 Muktijodhas

3. The scheme entails treatment of 100 Muktijodhas patients in India every year. The broad modalities are as under :-

(a) The scheme is for Muktijodhas only and cannot be extended to their family members.

(b) The Muktijodha patients will be treated in Armed Forces hospitals in India. The cost of treatment will be borne by the Government of India, subject to a maximum of Rs two lakh per patient.

2786 (গ্রিন)
২৮/১১/১৭

2206
২৮/১১/১৭

102

(c) The cost of passage of the Muktijodha patients from Bangladesh to the earmarked hospital in India will be of borne by Government of Bangladesh. However, in case of transfer of patients from one hospital to another within India, the expenditure will be borne by the Government of India.

(d) Cases with diagnosis of TB, mental disorder, AIDS and other diseases of chronic nature which require prolonged hospitalization will not be considered under this scheme. Similarly, cases which require only convalescent treatment will also not be covered under this scheme.

4. For implementation of the scheme following modalities are suggested :-

(a) Ministry of Liberation War Affairs may identify the Muktijodha patients who are recommended for treatment. Names of such patients along with medical documents (case sheet/ history) may be forwarded by the Ministry to the High Commission of India. The Mission in turn will process the case with Indian authorities for earmarking the hospital.

(b) Once the hospitals are earmarked the Mission will inform the Ministry of Liberation War Affairs to plan move of the patients to the earmarked hospital. The High Commission of Bangladesh in India or its consulates may coordinate reception of patients on their arrival in India and their movement to the earmarked hospital.

(c) There may be a need to earmark attendant (s) with the group (s) of Muktijodha patients. These have to be detailed and coordinated by the Ministry of Liberation War Affairs.

Muktijodha Scholarship Scheme

5. **Brief Background**. The Muktijodha Scholarship scheme was started by the Government of India in the year 2006-07. Under this scheme, Undergraduate students are awarded scholarship of Taka 24,000/- per year for four years and Higher secondary students are awarded Taka 10,000/- per year for two years. Since the inception of the scheme, 10,336 scholarships have been awarded and an amount of over Taka 15 Crore utilised for this purpose. In continuation of this scheme this year 400 students (200 each for 3rd and 4th year students) will be awarded the scholarships.

6. **Extens on of Muktijodha Scholarship Scheme**. Under the new Scheme announced this year, 10,000 students will be given scholarship over the next five years. For this year, 1000 students for Higher secondary and 1000 students at Undergraduate level will be awarded the scholarships worth 7 Crore Taka. The scholarship amount is Taka 20,000/- for Higher secondary students and Taka 50,000/- for those at Undergraduate level.

Coordination Meeting

7. For administering the above mentioned two proposals it is suggested that a meeting be held under the aegis of Ministry of Liberation war Affairs to jointly workout and coordinate the modalities for their implementation. Representatives of other related agencies like Muktijodha Sansad, Muktijodha Kalyan Sangstha, Muktijodha Sansad Sontan Command etc may be incorporated as considered appropriate.

8. It is suggest that the meeting be held in an earlier timeframe, preferably in the week starting 19 Nov 2017.

9. Assuring you of our highest consideration at all times.

(JS Nanda)
Brigadier
Defence Adviser